MAY 23 2002

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ২৪ ... কলাম ... ৫ .....

খুলনা ভার্সিটিতে এবার 'জিয়া কমপ্লেক্স' তৈরির প্রস্তাব ॥ সব কিছুতেই দলীয়করণে ক্ষোভ

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামে ছাত্রী হলের নামকরণ করার প্রস্তাব করায় সেই সময়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনীতিকরণের চেষ্টা বলে অভিযোগ উঠেছিল। শিক্ষক সমিতি ও তাদের আস্থাভাজন ছাত্ররা তা নিয়ে খুবই আন্দোলন-সংগ্রাম করেছিল। অবশেষে হলের নাম হয় 'ছাত্রী হল'। বর্তমানে সেই বিরোধিতাকারী শিক্ষক নেতাদের অতি উৎসাহে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জিয়া কমপ্লেক্স' তৈরির প্রস্তাব করা হয়েছে। সাড়ে নয় কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ এই কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রস্তাবটি গত ১৮ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্লানিং কমিটির সভায় অনুমোদিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ও খুলনাবাসীর মধ্যে রাজনীতিক ভুষ্টির এই পদক্ষেপে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রশাসন সবকিছুতেই নির্লজ্জ দলীয়করণ শুরু করেছে।

জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পরই খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও ট্রেজারার পদে নতুন নিয়োগ দেয়া হয়। বলাবাহুল্য, জোট সরকারের আস্থাভাজনরাই রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে এসব পদে নিয়োগ পান। নিয়োগ লাভের পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ঢেলে সাজানো হয়। স্থানীয় জোট নেতাদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে কর্তাব্যক্তিরা তাঁদের অতি ঘনিষ্ঠ হওয়ার প্রমাণ দেন। শুরু হয় কোনরকম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই এ্যাডহক ভিত্তিতে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ। দলীয় আস্থাভাজনদের নিয়োগ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে জোট রাজনীতির চারণভূমি তৈরির ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়। তুলনামূলকভাবে নিচুমানের একাডেমিক ক্যারিয়ারসম্পন্ন ব্যক্তিকেও নিয়োগ দেয়া হয়। শিক্ষক হিসাবে মোট ১৯ জন নিয়োগ পান। এঁদের মধ্যে কম্পিউটার সায়েন্স এ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে লেকচারার হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত জিএম মোর্শেদকে নিয়ে নানা কথা ওঠে। এই বিভাগে ছাত্র হিসাবে ভর্তির যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ ব্যক্তিটি শিক্ষক হিসাবে যোগদান করায় ছাত্র, শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। অবশেষে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক পদত্যাগ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার সম্পর্কে সোচ্চার দৈনিক জনকণ্ঠসহ একাধিক দৈনিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অলিখিতভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। প্রায় কোটি টাকা ব্যয়ে উপাচার্যের বাসভবন নির্মিত হলেও সেটি ক্লাবে পরিণত হয়েছে। উপাচার্য থাকেন গেস্টহাউসে।

দলীয়করণের অংশ হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নানাবিধ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে জিয়া কমপ্লেক্স তৈরির প্রস্তাব করেছে। সাড়ে ৯ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ এই কমপ্লেক্সে বিদেশী ছাত্রদের আবাসিক সুবিধা, অতিথি শিক্ষকদের আবাসনের সুযোগসহ সেমিনার হল নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য মোট ৩৪ কোটি ৭৯ লাখ টাকা চাওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনীতিমুক্ত রাখতে অতীতে সোচ্চার ছিলেন এমন একজন শিক্ষক নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, রাজনীতিকদের খুশি না করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন হবে না। আওয়ামী আমলে বিরোধিতার যৌক্তিতা জানতে চাওয়া হলে তিনি উপাচার্য ড. এসএম নজরুল ইসলামের সমালোচনা করে বলেন, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি সরকারের কাছ থেকে কোন থোক বরাদ্দ আনতে পারেননি।